ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২৭১৩
আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত 'শহরে শর্ট পারমিট অটোর ভিড়, জনদুর্ভোগ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি পরিবহণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এবিষয়ে দপ্তর থেকে এক স্পষ্টিকরণে জানানো হয়েছে যে, পরিবহণ দপ্তর আগরতলা পুরনিগম এলাকায় কোন শর্ট পারমিট অটোর পারমিশন দেয়নি। পরিবহণ দপ্তর গত ৫ এপ্রিল, ২০২২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং F.5(15)-TRANS/2018/1873-82 এর মাধ্যমে এএমসি এলাকার মধ্যে সমস্ত রুট ভিত্তিক অটোকে মিটার অটোরিক্সায় রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ৬,৫৪৫টি অটো মিটার ভিত্তিক পরিষেবা প্রদান করছে এবং ২৪১টি পুরাতন রুট পারমিট ইতিমধ্যেই প্রত্যাহার করা হয়েছে। অতএব, এএমসি'তে শর্ট পারমিট অটো চলাচলের প্রশ্নই উঠেনা।

পরিবহণ দপ্তর যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য সম্প্রতি এএমসি এলাকায় তিন চাকার যানবাহণ চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অটোর গোলাপী রং করা, এএমসি'র বাইরের অটোর সীমাবদ্ধতা, নির্ধারিত ড্রপিং পয়েন্টে পার্কিং নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি। আগে এএমসি এলাকা সংলগ্ন স্থান থেকে অটোগুলি এএমসি এলাকায় প্রবেশ করত এবং সারাদিন গাড়ি চলানোর পরে রাতে ফিরে যেত, তাতে এএমসি এলাকায় যানজট তৈরী হত। এ সমস্য সমাধানের জন্য এএমসি এলাকায় শুধুমাত্র তিনটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে এএমসি'র বাইরের অটোগুলিকে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিমানবন্দর বা রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রী নামানো, রোগীদের জরুরী অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছানো এবং ছাত্রছাত্রীদের চলাচলের প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য উদ্দেশ্যে বাইরের অটোগুলিকে এএমসি এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে। এ উদ্দেশ্যে দপ্তর ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে এএমসি এলাকার অটোগুলিকে গোলাপী রং করার বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। অটোতে ভাড়া মিটার লাগানোর জন্য দপ্তর আটটি সংস্থাকে তালিকাভুক্ত করেছিল যাতে যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়। তাই প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যের মিটার কেনার কোন প্রশ্নই উঠেনা। যানজট এড়াতে ৩০-০১-২০২৫ তারিখ থেকে এএমসি এলাকায় নতুন তিন চাকার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন স্থগিত রাখা হয়েছে। অতএব যানজটের জন্য তথাকথিত শর্ট পারমিট অটোগুলিকে দায়ী করা ঠিক নয়। আগরতলায় যানজট সংকীর্ণ রাস্তা, রাস্তার ধারে দখল এবং মিশ্র যানবাহণ চলাচলের মতো একাধিক কাঠামোগত সমস্যার কারণে ঘটে যা সরকার ইতিমধ্যেই পর্যায়ক্রমে সংস্কারের মাধ্যমে সমাধান করছে।

******